A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

আমাকে
তুমি
দাঁড়
করিয়ে
দিয়েছো
বিপ্রবের
সামনে

ফরহাদ
মজহার

ইংরেজী ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৩ সালের
মধ্যে রচিত রাজনৈতিক কবিতা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৯০
নভেম্বর ১৯৮৩

প্রতিপক্ষ প্রকাশনা
৪৪,আই এ ইন্দিরা রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ

ফরহাদ মজহার এর অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২)

ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭)

এছাড়া দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে

বৃক্ষ

সুভাকুসুম দুইফর্মা

এবং

নতুন ও পুনর্লিখিত কবিতাসহ দ্বিতীয় সংস্করণ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ

সূচিপত্র

কবিতা ও সশস্ত্র বিপ্লব ৯
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ
বিপ্লবের সামনে ১০
দোদুল্যমান মুহূর্তে ১২
মোনাফেক ১৩
প্রাগৈতিহাসিক ১৪
ইতিহাসের মূর্তনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৫
লাশসকল প্রতিশোধ নেবে ২১
সমরপতিদের গণতন্ত্র ২৫
কবিতা ও রাজনীতি ২৬
সুন্দরের মোয়াজ্জিন ২৭
শিল্পের টেকনোলজি ২৯
শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন ৩০
আবু তাহেরের কাঠের ক্রাচ ৩৩
বৈশাখের মেঘ ৩৪
যদি পারো ৩৫
সাধারণের বোধগম্য কবিতা ৩৭
অশোকতরুর ক্রোধ ৪৩
গেরিলা ৪৪
কর্তৃত্ব গ্রহণ কর, নারী ৪৬

সাকী সেলিমা
এই গ্রন্থ ও গ্রন্থভুক্ত
সকল কবিতার
স্বত্ব ধারণ করেন।

মূল্য
পনের টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ফাতেমা খাতুন
মফিজল হক

আম্মা/বাবা,
কবিতা ছাড়া দেবার মত আমার
নিজস্ব কিছুই তো নেই.....

ফরহাদ মজহার এর অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২)

ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭)

এছাড়া দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে

বৃক্ষ

সুভাকুসুম দুইফর্মা

এবং

নতুন ও পুনর্লিখিত কবিতাসহ দ্বিতীয় সংস্করণ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ

সূচিপত্র

কবিতা ও সশস্ত্র বিপ্লব ৯
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ
বিপ্লবের সামনে ১০
দোদুল্যমান মুহূর্তে ১২
মোনাফেক ১৩
প্রাগৈতিহাসিক ১৪
ইতিহাসের মূর্তনিদিষ্ট লক্ষ্য ১৫
লাশসকল প্রতিশোধ নেবে ২১
সমরপতিদের গণতন্ত্র ২৫
কবিতা ও রাজনীতি ২৬
সুন্দরের মোয়াজ্জিন ২৭
শিল্পের টেকনোলজি ২৯
শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন ৩০
আবু তাহেরের কাঠের ক্রাচ ৩৩
বৈশাখের মেঘ ৩৪
যদি পারো ৩৫
সাধারণের বোধগম্য কবিতা ৩৭
অশোকতরুর ক্রোধ ৪৩
গেরিলা ৪৪
কর্তৃত্ব গ্রহণ কর, নারী ৪৬

ফরহাদ মজহার এর অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২)

ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭)

এছাড়া দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে

বৃক্ষ

সুভাকুসুম দুইফর্মা

এবং

নতুন ও পুনর্লিখিত কবিতাসহ দ্বিতীয় সংস্করণ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ

সূচিপত্র

কবিতা ও সশস্ত্র বিপ্লব ৯
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ
বিপ্লবের সামনে ১০
দোদুল্যমান মুহূর্তে ১২
মোনাফেক ১৩
প্রাগৈতিহাসিক ১৪
ইতিহাসের মূর্তনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৫
লাশসকল প্রতিশোধ নেবে ২১
সমরপতিদের গণতন্ত্র ২৫
কবিতা ও রাজনীতি ২৬
সুন্দরের মোয়াজ্জিন ২৭
শিল্পের টেকনোলজি ২৯
শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন ৩০
আবু তাহেরের কাঠের ক্রাচ ৩৩
বৈশাখের মেঘ ৩৪
যদি পারো ৩৫
সাধারণের বোধগম্য কবিতা ৩৭
অশোকতরুর ক্রোধ ৪৩
গেরিলা ৪৪
কর্তৃত্ব গ্রহণ কর, নারী ৪৬

কবিতা ও সশস্ত্র বিপ্লব

রক্তে আছে নুন আছে খুনে রাঙা হিমোগ্লোবিন
এবং সম্ভবত কাস্তে হাতে নয় কোটি চাষা
আমিতো বেকুফ, মায় কবিওয়ালা, ভাবি শুধু ভাষা
চায় বুঝি গরীবেরা—ফের তাই কবিতা লিখেছি।

কি হবে এ কবিতায়, কথা বুনে কিছু কি সম্ভব!
কবিতা কি দিতে পারে গরীবেরে সশস্ত্র বিপ্লব?

আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে

আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ ইতিহাসের সামনে
আমার কাঁধে দিয়েছ স্টেনগান, কোমরবন্দে কার্তুজ,
আঙুলভর্তি ট্রিগার,
বারুদে বিস্ফোরণে উৎকর্ণ আমার শ্রুতি
আমার দৃষ্টিতে ভবিষ্যত—
আমি সেই ভবিষ্যতের দিকে নিশানা তাক করে উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার গন্তব্য ফুটে উঠছে প্রতিটি রাস্তায়
প্রতিটি রাজপথে
প্রতিটি আয়ল্যাণ্ডে
মোড়ে মোড়ে উগবগ করে উঠছে লাল ঝাণ্ডা
তারা আমাকে ট্রাফিকনির্দেশ দিচ্ছে
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ পরিবর্তনের সামনে
এখন আমার আর ফেরার উপায় নেই।

আমার এখন তৈরী হবার সময়—
আমি মিস্ত্রির মতো নিজেকে মেরামত করে নিচ্ছি
রাঁদায় ঘষে, করাতে কেটে, ধারালো বাটালি দিয়ে আস্তে আস্তে
নিষ্ঠুর অস্ত্রোপচারে খসে যাচ্ছে আমার দোদুল্যমানতা
আমার নড়বড়ে পিছুটানগুলোকে পেরেক মেরে গেঁথে এসেছি পেছনে
পরিত্যক্ত করিডোরে
আমার এখন তৈরী হবার সময়।
আমি মজবুত করে নিচ্ছি আমার নাজুক ইন্দ্রিয়ের গ্রন্থি
নতুন করে বুনে নিচ্ছি আমার স্নায়ুতন্ত্র
আমি জেগে উঠছি নিজের ভেতর থেকে নিজে
আমার মাথায় তুমি পরিয়ে দিয়েছ অভ্যুদয়ের মুকুট
ভবিষ্যত আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

PERSONAL COLLECTION
C.R.
DHAKA

বড়ো দীর্ঘকাল আমি অপেক্ষা করে ছিলাম
উত্তাল উনসত্তুর আমাকে ডেকে এনেছে রাস্তায়
প্রণয়ীর মতো মাটিকে আলিংগনে বেঁধে রাখে যে চাষা
তার ঔরসে আমার জন্ম
প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহে আমি ছিলাম উলংগ শড়কির হিংসা
পলাশীর আম্রকাননে আমি ছিলাম মীরমদনের তলোয়ার
১৮৫৭য় সিপাহী বিদ্রোহের কার্তুজ
আমি ছিলাম তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা
ইংরেজের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের ঘৃণা
একাত্তরে শত্রুভুক স্টেনগানের বংকিম ভংগী নিয়ে
ঘুরে বেড়িয়েছি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে
তরুণ বিপ্লবীর সশস্ত্র তৎপরতা নিয়ে
ছড়িয়ে আছি গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে
বন্দরে বন্দরে
সর্বত্র—

আমার গন্তব্য ফুটে উঠছে প্রতিটি রাস্তায়
প্রতিটি রাজপথে
প্রতিটি আয়ল্যাণ্ডে
মোড়ে মোড়ে টগবগ করে উঠছে লালঝাণ্ডা
তারা আমাকে ট্রাফিকনির্দেশ দিচ্ছে—
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে
এখন আমার আর ফেরার উপায় নেই।

দোদুল্যমান মুহূর্তে

ফিরে যাবার কথা ভাবি। পেছনে ঘরদুয়ার আগলে রেখেছে এক পশলা টিলার ওপর একরত্তি উঠোন। আর বৃষ্টির মতো সেখানে আমি জড়িয়ে রেখেছি শব্দ আর শ্রুতি। কান পাতলে দুর্বাঘাসে তোমরা খোকনের হাঁটিহাঁটি পায়ের তালটাও ধরতে পারবে।

সেই একরত্তি উঠোন, সেই কবিতার টিলাবাড়ীর সদর দরোজা পেরিয়ে আমি অনেক দূর চলে এসেছি বলে ভয় হয়। এই ভয়টাকে আমি তাড়াতে পারিনা। আমি প্রতিদিন রাত্রে আত্মহত্যা করি।

কিন্তু শেষরাত্তিরে একজন শ্রমিক তার হাতুড়ি ঠুকে আমাকে জাগিয়ে দেয়। জাগো, জেগে ওঠো টিলাবাড়ীর ছোট্ট খোকন ; তুমি আমাদের বাড়ী আসতে চাও তো আত্মহত্যা কেন!

ভোর হয়। দূরে ফসলের ক্ষেত থেকে একজন দিনমজুর প্রভাতের দৃশ্য সমুদয়কে আঁটি বেঁধে মাথায় তুলে নেয়।

আমি জেগে উঠি।

মোনাফেক

যথেষ্ট প্রকাশ্যভাবে তুমি বহু বংগীয় ফুলের
পক্ষাবলম্বন করো, যথেষ্ট প্রকাশ্যভাবে মেয়েমানুষের
গতরে আকৃষ্ট হও, যথেষ্ট প্রকাশ্যভাবে হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে
স্টেডিয়ামে লম্ফে ঝম্ফে একটি দলের পক্ষ নিয়ে
বাজি ধরো। যথেষ্ট প্রকাশ্যভাবে তোমার নিজের
পছন্দ ও অপছন্দ কাজেকর্মে বিভিন্ন ছুতোয়
ব্যক্ত করে যাচ্ছো—আর বিস্ময় যে এক্ষেত্রে অন্যের
মতামত বিরূদ্ধতা থোড়াই পরোয়া করে চলো।—

এবার আমাকে তুমি বলো
অই যে নিরন্ন চাষা মজুর শ্রমিক কামলা উন্মূল উদ্বাস্তু সর্বহারা
শুধু পেটেভাতে শুধু অন্ত্র ও নাড়ীর প্রশ্নে হয়ে দিশেহারা
যে লড়াই লড়ে, লড়বে, এযাবৎকাল যাচ্ছে লড়ে
তাদের পক্ষের কথা উঠলেই তোমার সর্বস্ব নড়বড়ে.
হয়ে যায় কেন ? সমর্থন তাদেরও দরকার। আমি
লক্ষ্য করি এই ক্ষেত্রে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্নে তোমার ইতরামি
অত্যন্ত নিখুঁত ঃ

নিরপেক্ষতার ভান অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে চলে
মোনাফেক মোনাফেক তোমাকেই মোনাফেক বলে।

প্রাগৈতিহাসিক

গৃহস্থ ওম ঘরের টেবিলে চতুর্পার্শ্বে আমরা
যথারীতি উপবিষ্ট চেয়ারে গোষ্ঠীবদ্ধ বৃত্তে
যেন বিস্মৃত বিলুপ্ত কোন নামহীন উপজাতি
একত্রে এসে বসেছে সহসা গোষ্ঠীর নির্দেশে ;

তুমি দলপতি—সবার সামনে রাখছো খাবার থালা
বড়ো চেনা লাগে তোমার হাতের পরিবেশনার ভংগী
এ পরিবেশনা ভারী পুরাতন সেই স্মৃতি যেন আজ
পাতে তুলে দিলে পিরিচে পিরিচে পেয়ালায় পেয়ালায়।

উনুনের আধো আঁচে তেতে ওঠে বাসনপত্র হাঁড়ি
ফলে খসে পড়ে যুগোপযোগিতা মনে হয় তারা হাড়
কিম্বা পাথর ; এবং আগুন জন্তুর চর্বিতে
জ্বলছে বলেই জান্তবতায় গৃহ হয়ে যায় গুহা-

প্ররোচিত করে প্রাক-ইতিহাস প্ররোচিত করে ক্ষুধা
প্ররোচিত হয়ে আমরা বসেছি টেবিলের চারপাশে--
ক্ষুধার্ত আয়োজনে
আদিম উদযাপনে।

ইতিহাসের মূর্তনির্দিষ্ট লক্ষ্য

[ন্যুইঅর্ক থেকে লিখা সাকী সেলিমার একটি চিঠির প্রত্যুত্তরে]

কবুল করি মাঝে মধ্যে আমি ভারী হতাশ হয়ে পড়ি
খানখান কাঁচের টুকরোর মতো শতচ্ছিন্ন ভাঙি
ভেঙে নিজেকে আর কুড়িয়ে নিতে পারিনা
আমার মাংস পড়ে থাকে একদিকে, অস্থি অন্যদিকে, মস্তিষ্ক মগজ অন্যত্র
কবুল করি মাঝে মধ্যে এইসব দুর্ঘটনা আমি এড়াতে পারিনা।

আর ঠিক সে-সময় তুমি আসো
পাতাকুড়োনি মেয়েদের মতো আমায় কুড়িয়ে নাও
একটি সবুজ এম্বুলেন্সে আমাকে তুলে
দ্রুত ছুটে যাও অরণ্যের মধ্যে, ধবধবে হাসপাতালে–
লতা-গুল্ম-উদ্ভিদের ভেষজ আয়ুর্বেদে চলে তোমার শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা
ফলে পুনর্বার প্রকৃতি আমার স্বাস্থ্যে সংস্থাপিত হয়ে ওঠেন
আমি মহীরুহের মতো উঠে দাঁড়াই।

দেবদারুর শিরদাঁড়া অস্ত্রোপচার করো আমার মেরুদণ্ডে
প্রত্যংগে বলবান বৃক্ষশাখা
মস্তিষ্ক পূর্ণ করো খনিজ সম্পদে, অর্থাৎ ধাতু ও ইস্পাতের মনীষায়
ক্রমে আমি আমার ইন্দ্রিয়সমূহ ঠিকঠাক করে নেই, সচেতন হয়ে উঠি
বিস্মৃতি থেকে স্মৃতির মধ্যে চলে আসি আবার
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার ত্যাগ করে ইতিহাসে ফিরে আসি।

তোমার শুশ্রূষার সময়গুলো বুনোহাওয়ার নৈঃশব্দ দিয়ে প্রণীত
চিরহরিত আবহাওয়ায় আর্দ্র

যে করতল আমাকে স্পর্শ করে
তার মধ্যে প্রাচীন পৃথিবীর ধারাবাহিকতা
আমি তোমার মুখ দেখার চেষ্টা করি, আমি তোমার নাম জানার সাধনা করি
কিন্তু তোমার সেবাপরায়ন শুশ্রূষাকর্ম ছাড়া
আমার আর কিছুই জানা হয়না।

আমাকে নিয়ে এতো উদ্বিগ্ন কেন তুমি?
কেন এত নিঃশব্দ কর্তব্য নিষ্ঠা!
যেন আমি তোমার স্বামী যদি মরে যাই তো বিধবা হবে,
না তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রেমিকা নও, প্রেম কাকে বলে তুমি জানোনা
গভীর কর্মনিষ্ঠায় আমাদের পরিণয় সূত্র বাঁধা
যা কোন রমণীর বোধগম্য নয়।

অজৈব প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে উঠে এসে বহুদুর চলে এসেছে জৈবিক মানুষ
সেই ধারাবাহিকতার পর্যায়গুলো তুমি ফের আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও
তুমি আমাকে প্রমাণ কর সকল প্রাকৃতিক বিকাশের ন্যায্যতা
সেই আদিম আরম্ভের উদ্দেশ্য
যেন সে উদ্দেশ্য মূর্ত করে তোলার জন্যে আমাকে তুমি
বারবার প্রাণ দান করে যাচ্ছ।

চেয়ে দেখ সেই আদিম প্রকৃতি আর নেই–
অরণ্য নেই, সমুদ্র নেই, খনিজপদার্থ নেই
টেকনোলজী শিল্পকারখানা শহর ও রাষ্ট্রের মধ্যে এখন অন্য এক মানুষ
সে তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে, সে তার উদ্দেশ্য ভুলে
অন্যদিকে চলেছে
নিজের তৈরী কলকব্জার মধ্যে সে নিজেই এখন নাটবল্টুর মতো বন্দী।

একদিকে প্রাচুর্য্য ব্যাংক ও বহুজাতিক কর্পোরেশন স্ফূর্তি ও আহ্লাদ
অন্যদিকে পচনশীল ঝরাপাতার মতো ক্ষুধার্ত মরছে কয়েককোটি মাংসপিন্ড
সমরসজ্জায় পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের উল্লাস ধ্বনিত একদিকে
অন্যদিকে প্রতিবাদ করার মতো পুষ্টি কোন কন্ঠস্বরে
একফোঁটা অবশিষ্ট নেই।

এসকল কারণে যে আরম্ভ থেকে আমার শুরু
আমি তা ভুলে যাই, বিচ্যুত হই
তবু টের পাই সম্ভবত আমাকে একাই
মূল গন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে
প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে ক্রমে ক্রমে মূর্ত হয়ে উঠছে যে মানুষ
তার পূর্ণ অবয়ব সবার গোচরীভূত হবার আগে
আমাকে সজাগ থাকতে হবে।

কারণ আমাকে তুমি কথা দিয়েছ মানুষ একদিন প্রকৃতি হবে
অর্থাৎ প্রকৃতিই হয়ে উঠবে মানুষ
ধারাবাহিক পর্যায়গুলো অতিক্রম করে
প্রকৃতি নিজেই হয়ে উঠবে মনীষা
তারপর সে তার পুরো পেছনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবে—
নিজেকে জানবে
পুরো প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে নিজেকে আবিস্কার করে
নিজেই বুঝবে সেই আদিম আরম্ভের উদ্দেশ্য।

তোমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি প্রথমে কবি হবার সাধনা করেছি
পরে নাটক, অতঃপর সংগীত
শিল্পের সংগে সহবাসমূলক উপাসনায় কাটিয়েছি
কৈশোর ও যৌবনের উল্লেখযোগ্য সময়

কিন্তু শিল্প কেবল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে
ব্যবধান মেটাতে পারেনা
শিল্পের মধ্যে যে মানুষ সে নেহায়েতই শিল্পী—
সে কখনো প্রকৃতি হয়ে উঠতে পারেনা।

অতঃপর চিন্তায় নিনিষ্ট করেছি নিজেকে, রত হয়েছি চিন্তায়—মনীষায়
কিন্তু চিন্তায় যে-প্রকৃতিকে জানি সে আমার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ চিন্তা
আমার মনীষা দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের—
জ্ঞান ও জ্ঞাতবিষয়ের পার্থক্য মোচনের চেষ্টা করে—পারেনা
কারণ শেষাবধি একদিকে জ্ঞাতবিষয় হিসেবে বাইরে পড়ে থাকে প্রকৃতি
ভেতরে জ্ঞানী ব্যক্তির দাম্ভিক একাকীত্ব নিয়ে
আলাদা হয়ে থাকি আমি।

আমি এখন রাজনীতি করি—অর্থাৎ আমি আমার সচেতন মনীষাকে
সামাজিক করে তুলছি এখন
সবার মধ্যে সঞ্চারিত করে তুলছি তোমার প্রতিশ্রুতি
সবাইকে সংঘবদ্ধ করছি একসংগে
প্রকৃতি থেকে রক্তেমাংসে বিচ্ছিন্ন যে মানুষ,সর্বহারা মানুষ—
আমার মানুষ
তাদের শ্রেণীহিংসার ভেতর দিয়ে প্রকৃতির ওপর
মানুষের দখলীস্বত্ব আমি ফের কায়েম করতে চাই।

শ্রেণীহিংসা— কারণ হিংস্রভাবে মানুষকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে
সেই নিষ্ঠুর নির্মম রক্তাক্ততা
মানুষের সার্বক্ষণিক স্মৃতি হয়ে আছে
শ্রেণীহিংসা—কারণ সেই আদি শ্রেণীহীন প্রাকৃতিকতার পুনর্স্থাপনের জন্যে
সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি সাধন প্রয়োজন

শ্রেণীহিংসা—কারণ মানুষের বাইরে যে প্রকৃতি সে নিজেই হিংস্র ও জান্তব
তোমরা তার নাম রেখেছ পুঁজি
এখন প্রকৃতির আরেক নাম পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা
শ্রেণীহিংসা—কারণ মানুষ ও প্রকৃতির হিংস্র সম্পর্ক
হিংসা দিয়েই উপড়ে ফেলতে হবে।

অতএব পুঁজিতান্ত্রিক প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে মূর্ত হয়ে উঠছে যে মানুষ—
সর্বহারা মানুষ
তার চৈতন্যে তোমার প্রতিশ্রুতি পরিণত হয়ে ওঠার আগে
আমাকে সজাগ থাকতে হবে
মানুষ ও প্রকৃতির একত্রীভূত অবয়ব সবার গোচরীভূত হবার আগে
সম্ভবত একা—আমাকে একাই
বিপ্লবের শর্তগুলো তৈরী করে যেতে হবে।

তবু কবুল করি মাঝেমধ্যে আমি হতাশ হয়ে পড়ি—ভারী হতাশ হয়ে পড়ি
পারমাণবিক বিস্ফোরণে সকল মানবীয় উদ্যমসহ
শতচ্ছিন্ন তাপচয়ের শব্দে ভেঙে যাই
প্রকৃতি পড়ে থাকে একদিকে, মানুষের বুদ্ধি শক্তি মনীষা অন্যত্র
হ্যাঁ, আমি কবুল করি এইসব দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যে ইতিহাস এড়াতে পারেনা।

আর তাই সে-সময় তুমি আসো
আমাকে পাতাকুড়োনি মেয়েদের মতো কুড়িয়ে নাও
নিয়ে যাও গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রকৃতির নিজস্ব ধবধবে হাসপাতালে
আমার চিন্তা বুদ্ধি মনীষা ও যাবতীয় মনুষ্যমূলক উদ্যমে
স্বাস্থ্য প্রবর্তন কর
মহীরুহের মতো ইতিহাসের লক্ষ্যস্থল নির্দেশ করে আমি উঠে দাঁড়াই।

আমি তোমাকে ভালবাসার চেষ্টা করি, নাম জানার সাধনা করি
না তুমি প্রেমিকা নও, তোমার নেই কোনপ্রকার বৈবাহিক স্পর্শকাতরতা
যে পরিণয়সূত্রে আমরা বাঁধা তা হচ্ছে নিঃশব্দ কর্তব্যনিষ্ঠা
আমাদের আছে মূর্তনির্দিষ্ট লক্ষ্য যা কোন স্বামীস্ত্রীর বোধগম্য নয়।

আমরা জানি আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যাবতীয় ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠছে
অর্থাৎ আমরা জানি আমাদের মধ্যে সকল মানবীয় কর্মকাণ্ড
মূর্ত হয়ে উঠছে
আমরা জানি আমাদের মধ্যে সকল আরম্ভের উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে উঠছে
আমরা জানি এসব বিষয় সবার গোচরীভূত হবার আগে
আমাদের কেবল কাজ করে যেতে হবে।

তবু কবুল করি মাঝেমধ্যে আমি ভারী হতাশ হয়ে পড়ি—
ভারী হতাশ হয়ে পড়ি
সে সময় অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যেও কি
তুমি আমার ভালবাসা হতে পারোনা?
তোমারি অবগুন্ঠন মোচন করে আমি তোমাকে দেখার সাধনা করি
প্রেম নিবেদন করি, নতজানু হয়ে কাতর শব্দে ভেঙে যাই
তখন, হে আমার কর্তব্যনিষ্ঠা
হে আমার মূর্তনির্দিষ্ট লক্ষ্য
আমরা কি তখন—
শুশ্রূষাপরায়ন মুহূর্তগুলোর একফাঁকে
অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যে
নিমেষখানেকের জন্যেও কি
স্বামীস্ত্রী হতে পারিনা?

লাশসকল প্রতিশোধ নেবে

গুম হয়ে যাওয়া লাশসকল প্রতিশোধ নেবে—
বীভৎস কফিনহীন মৃতদেহ রাস্তায় রাস্তায়
মোড়ে মোড়ে
অলিতে গলিতে
অন্ধিতে সন্ধিতে
তোমাদের শান্তি শৃংখলা স্থিতিশীলতার গালে
থাপ্পড় মেরে
অট্টহাসি হেসে উঠবে।

ভোরবেলা
দাঁতের মাজন হাতে ঢুকবে বাথরুমে—
সেখানে লাশ
তোমাদের প্রাতঃরাশে রুটিমাখনের মধ্যে লাশের দুর্গন্ধ
তোমাদের ভোর সাড়ে সাতটার ডিমের অমলেটে লাশের দুর্গন্ধ
তোমাদের পানির গ্লাশে লাশের দুর্গন্ধ
তোমাদের চায়ের কাপে গলিত নষ্ট মৃতদেহের রক্ত ঃ
লাশসকল প্রতিশোধ নেবে
লাশসকল হত্যার বদলা চায়।

রিকশায় তোমাদের পাশে যে বসে থাকবে
দেখবে সে একজন লাশ
টেম্পোবাসে তোমাদের গা ঘেঁসে যে বসে পড়বে
দেখবে সে একজন লাশ
ফুটপাতে তোমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে হাঁটছে
দেখবে সে একজন লাশ

অলিতে গলিতে
অন্ধিতে সন্ধিতে
চড়াও হয়ে
লাশসকল প্রতিশোধ নেবে।

প্রতিটি লাশের গায়ে ৩৬৫টি গুলির দাগ
[দিনে একবার করে বাংলাদেশকে বছরে ৩৬৫ বার হত্যা করা হয়]
জবাই করে দেয়ার ফলে অনেক লাশের কন্ঠনালী ছেঁড়া
অনেকের চোখ হাত পা বাঁধা
অনেককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে–
অনেককে হাড়মাংসসুদ্ধ কিমা বানানো হয়েছে প্রথমে
পরে থেঁতলে থেঁতলে পিন্ডাকার দলা থেকে
তৈরী করা হয়েছে কাতারবদ্ধ সেনাবাহিনী
ওদের মধ্যে অনেককে দেয়া হয়েছে মেজর জেনারেলের পদ
একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে
তাদের সবার চোহারাসুরত বরফের মতোই ঠান্ডা ও নিষ্পলক
এই হচ্ছে লাশসকলের সুরতহাল রিপোর্ট
তারা সামরিক কায়দায় উঠে দাঁড়ায়
অভিবাদন দেয়
অভিবাদন গ্রহণ করে
এবং সর্বক্ষণ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের
পরবর্তী বিক্ষোভ মিছিলকে
মেশিনগান মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে–
তোমরা আতংকিত হলে লাশসকল অট্টহাস্য করে ওঠে
তারা তোমাদের সেনাবাহিনীর মতোই
নিজেদের সেনাবাহিনী গঠন করে নিয়েছে—

কারণ
লাশসকল প্রতিশোধ চায়।

লাশসকল তোমাদের অফিসে করিডোরে ফাইলপত্রে
হাজির থাকবে
তারা সংবাদপত্র অফিসে নিখোঁজ সংবাদের রিপোর্টার হয়ে
বসে থাকবে
তারা রোস্তোরাঁয় হোটেলে হোটেলে
মরা মানুষের কংকাল হয়ে ঝুলে থাকবে।

বিকেলে পার্কে সিনেমাহলে ঘরের সামনে
ফুলবাগানে লাশ
লাশসকল অভিনয় জানে
তারা মহিলাসমিতি মঞ্চে অভিনয় করতে চায়
তারা জীবিতদের মতো কথা বলবে
সংলাপ উচ্চারিত হবে নির্ভুল
সর্বত্র
সবখানে
সবজায়গায়
লাশসকল তোমাদের অনুসরণ করবে।

লাশসকল মনে করিয়ে দিতে চায়—
বুট ও খাকির নীচে বাংলাদেশের মৃতদেহ থেকে
পচনের আওয়াজ বেরুচ্ছে
তারা বুঝিয়ে দিতে চায়—
পাছায় রাইফেলের বাঁট মেরে শূয়রের বাচ্চার মতো
তোমাদের খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে

রাত্রিবেলা
তোমাদের স্ত্রীদের ওপর
তোমাদের মেয়েমানুষদের ওপর
তোমাদের নারী ব্যবসার ওপর

চড়াও হয়ে
লাশসকল বুঝিয়ে দেবে
তোমরা
নিবীর্য
নপংসক
লিংগহীন
উত্থানরহিত

একদিন
জেনারেলদের মাথার খুলি লক্ষ্য করে
সমস্ত লাশ একযোগে
দ্রিম দ্রিম
ক্রাট ক্রাট
সাব-মেশিন গান
৩৬৫ বার
প্রতিদিন একবার করে বাংলাদেশকে হত্যার প্রতিশোধে
লাশসকল অট্টহাস্য করে উঠবে--

লা শ স ক ল প্র তি শো ধ চা য়
গু ম হ য়ে যা ও য়া লা শ স ক ল
প্র তি শো ধ নে বে ।

সমরপতিদের গণতন্ত্র

নিষ্ঠুর নির্মম ঠাট্টা অবশেষে দিলি এ কবিকে
দিলি দীর্ঘ পরবাস ঘরে দিলি উজবুক শাসক—
সৈন্য সামন্তের ছাউনি আওয়াজ তুলছে চতুর্দিকে।
এই বুঝি ভালবাসা, এই বুঝি বন্দুক-নাশক
উক্তি, প্রতিশ্রুতি? বাল্যে যাকে বকুলের মালা
দিবি বলেছিলি তবে কোথা সেই উৎসবের পালা?

এমনকি মানুষেও ভালবাসে বারুদ ও খাকী,
ভালবাসে ট্যাংক, ভারী বুটের চামড়ার তলে থেঁতা
আকণ্ঠ নিমগ্ন মৃত্যু। ভাবি তবে স্বপ্ন ছিল নাকি
পঁচিশে মার্চের রাত্রি? মানুষ কি নিজেই প্রণেতা
নিজের মৃত্যুর? নইলে আবার কেন তার ঘাতকের
বাক্সে ফের ভোট দ্যায়, শক্তি দ্যায় রাষ্ট্র শাসনের?

কিছু মুশকিল আছে মানুষের আচারে বিচারে
তাই খুন হচ্ছি নিত্য বুকে নিয়ে তোর ঠাট্টারে।

কবিতা ও রাজনীতি

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি কবি নয় রাজনীতিবিদ
তথাপি আঙুল তুলে সে কেবলি রাষ্ট্রযন্ত্রের
কলকব্জা টেনে ধরে ; তার ভারী বেয়াড়া সঙ্গিত
আদায় বেপারী হয়ে খোঁজ তার শুধ জাহাজের।

গুপ্তচর . টাস্ককোর্স . সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী
আমলা, পুলিশ আর ছোটিবড়ো বিভিন্ন প্রকার
পেয়াদা পিয়নে মিলে একখন্ড রাষ্ট্র হয়, জানি—
এর মধ্যে কি ভূমিকা কবি কিংবা তার কবিতার ?

কিচ্ছুনা কিচ্ছুনা কবিকে সংযত হতে হবে--
রাষ্ট্র মানে পদ্য নাকি ? পদ্যের পোঁদের ওপর
গাছবিছালির কাঁটা দিয়ে দিলে কবিও সত্বর
পালাবে এসব ছেড়ে—হে কবিতা যথেষ্ট নিরবে

সয়ে যাচ্ছ, সয়ে যাও। মানুষ এখনো তৈরী নয়
ভেঙে ফের গড়বার—না এখনো হয়নি সময়।

সুন্দরের মোয়াজ্জিন

শৈশবে এক ঈদে আপনার কাছে ঘাসফড়িং হওয়ার মোনাজাত করেছিলুম
ঘাসফড়িং—আপনার মখ্‌লুকাতের সবচেয়ে সুন্দর ও অহিংস পতংগ
নিরীহ সবুজভুক প্রাণী, জীবনধারণের কৃতজ্ঞতায়
ঘাসের জায়নামাজে নামাজের ভঙ্গিতে সে সর্বক্ষণ নতজানু।

পতংগের অহিংসা নয় বরং প্রকৃতির যে রূপ
সপ্রাণ এবাদতে মগ্ন, সেই সমাহিত রোশনির দীপ্তি
আমাকে আপনার খুব কাছে নিয়ে যায়; সেই নৈকট্যে
আপনাকে বুঝতে পারি আমি, শিল্পের সুন্দরকে বুঝতে পারি।

একবার একটি ঘাসফড়িং আমি ধরে রেখেছিলুম শৈশবে
সুতোয় তার পা বেঁধে গ্রেফতার করে রেখেছিলুম জবরদস্তি করে
বেঁধে রেখেছিলুম সারারাত, ভোরবেলায় দেখি
তার শরীর থেকে সবুজ খসে গেছে, পড়ে আছে মৃতদেহ।—

নিজেকে খুনী ভেবে আপনার কাছে তওবা করেছিলুম আমি
নয়বছর বয়েসী সেই কিশোরের ক্ষীণ কণ্ঠের তওবা
আপনার আরশ পর্যন্ত পৌঁছয়নি জানি, কিন্তু প্রকৃতি
ক্ষমা করেছিলেন আমাকে, প্রকৃতি আসলে হিংসাপরায়ণ নন।

না, মানুষও হিংসাপরায়ণ নয়, কিন্তু আজ
মানুষের সংগে মানুষের যে ব্যবধান রচিত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে
যে দূরত্ব দীর্ঘ হচ্ছে, দীর্ঘতর হচ্ছে, তার ভেতরে এসেছে হিংসা
ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ মোড়ে মোড়ে—পরস্পরের মুখোমুখি।

এর ভেতরেও আছে একদল মানুষ যারা আপনার দোহাই দিচ্ছে
ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিচ্ছে, দোহাই দিচ্ছে মসজিদের, ঈমানের
ভীতসন্ত্রস্ত সবাই। তারা কি আপনার খুব কাছের লোক ?
সবার বিরুদ্ধে তারা ছুরি শাণাচ্ছে কসাইয়ের মতো নৈপুণ্যে।

না, আমি ভীত নই—প্রকৃতির যে রূপ সপ্রাণ এবাদতে মগ্ন
আমি সেই সুন্দরের মোয়াজ্জিন। মানুষ পশু পাখি বৃক্ষ
আমার ডাক শুনে দাঁড়িয়েছে পেছনে, শিল্পের দিকে মুখ ফিরিয়ে।—
হিংসায় আমরা বিচলিত নই, জানি, আপনি হিংসাপরায়ণ নন।

প্রকৃতির যে পরিব্যাপ্ত শ্রেণীহীনতা—যে ব্যবধানহীন রাষ্ট্র
সেই সুন্দরের জন্যে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে মানুষ
ঘাসফড়িংয়ের সবুজভুক অহিংসা নয়—আজ দরকার অন্য কিছুর ঃ

আজ মোনাজাত হচ্ছে একটি স্টেনগান শেষ লড়াইয়ের জন্যে।

শিল্পের টেকনোলজি

মানুষের ভালবাসা তেমন বিখ্যাত কিছু নয়
শ্রমিকের কাছ থেকে বিরতিবিহীন প্রেম দেবো, প্রিয়তমা
তার নির্মাণের বেলা যতো দীর্ঘ ততোটা সময়
তাকে গুণে দিতে হয় মেদমাংসরক্তপাত জমা।

তবু কি সে পায় তারে? প্রাপ্য তার ক্রুদ্ধ কারখানা—
নির্লিপ্ত টেকনোলজি—ত্যাগ ছাড়া অন্য অধিকার
নেই তার বারবার সৃষ্টি তারে করে প্রতারণা।
আমিও পাবোনা জানি বিক্রী তুমি হবে অন্যখানে
বিভিন্ন শহরে যাবে স্থান পাবে বিভিন্ন দোকানে
দরদামে মুখোমুখি হবে তুমি ক্রেতা-বিক্রেতার।

এই চ্যুত শ্রমিকতা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের যুগ
নির্মানবিক করে উল্টে ফেলে রেখেছে কাব্যেরে
শিল্পের টেকনোলজি হাড়েমাংসে তবুও হিংসুক
আলিংগনে বেঁধে রাখে--কবি ত্যাগ করেনা শিল্পেরে।

শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন

বঙ্গোপসাগরীয় ঠাণ্ডা আর অসম্ভব বৃষ্টিজলের ভেতর
ভাসমান আঁচল ওছোতে ওছোতে তুমি তুফান-মাথায় দাঁড়িয়ে আছো।
তোমার কোথাও যাবার কথা আছে, আছে সুনির্দিষ্ট গন্তব্য—
একটি রিক্সার জন্যে একশহর বৃষ্টির মধ্যে তোমার অপেক্ষা।

এলো এক রিক্সাওয়ালা ফেরেশতার ভাষায় ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজিয়ে
তোমার হাতছানি-ভেজা ডাকে উড়ে এসে থামলো তার রথচক্র
সেই অভূতপূর্ব রিক্সা—সেই রিক্সাওয়ালা সে সময় রাজপুত্রের মতো সাহসী
যেন পাতালের পাষাণপুরীর খিলান ভেঙে তোমাকে সে উদ্ধার করবে।

এসময় নৃত্যোগানে ভরপুর রঙিন ফাইটিং চিত্রের মতো
তোমাকে মনে হয় রাজকন্যা
আর এক খতরনাক ডাইনীরাক্ষুসীর হাতে এই যাদুটোনার শহরে বন্দী
অতএব রিক্সাচালক নামের ঘোড়সওয়ারকে স্বভাবতই হতে হয়েছে রাজপুত্র
দিগ্বিদিকে তুফান তুলে সাইকেল ঘন্টির হ্রেষা হাঁকিয়ে
সে ছুটে আসছে তোমার জন্যে।

কিন্তু ক্ষুধার্ত অন্ত্র ও যকৃতের চোখ দিয়ে সে তোমার দিকে তাকায়
মেহনতের ভাষায় কথা বলে
বিদ্যুতচমকের মতো তোমার বর্ষাস্নাত তনুভংগিমা যৌবন বর্ষণ করে
সে ভ্রূক্ষেপ করেনা
মাংসল তুলোর মতো তোমার স্তনের রেশম ফুলে উঠছে
কিন্তু তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক
এই মুহূর্তে তার ভাষায় লাভজনক ভাড়া পাবার চিন্তা—
কেবল দরদস্তুরের বাচনভঙ্গিমা।—

অতএব বনিবনা হোলনা তোমাদের. দরেদস্তুরে মিললোনা.
তাই ফিরে গেল রিক্সাওয়ালা
তোমার যৌবনের প্রতি উপেক্ষায় তোমার প্রয়োজন ও গন্তব্যের
তোয়াক্কায় তুড়ি মেরে
যে ভংগীতে শিল্প ও সুন্দরের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে
দাঁড়িয়ে আছে বর্মাস্নাত শহর
সেভাবে তোমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে ছুটে গেল অন্যত্র—
জীবিকার তাগিদে।

জানি তোমার গন্তব্য আছে. আছে দেশকালপাত্রনির্দিষ্ট স্থিতি ও পরিস্থিতি
আর অই রিক্সাওয়ালা আদতেই রিক্সাওয়ালা
তুমি যার নেহায়েতই একজন সম্ভাব্য আরোহী
যদিও তেজাশাড়ীর অভ্যন্তর থেকে শতধাবিকীর্ন হচ্ছে
তোমার রাজকন্যার মতো যৌবন
কিন্তু অই রিক্সাওয়ালা আদতেই রিক্সাওয়ালা—
তার কেবল প্রয়োজন একজন আরোহীর।

মানুষের ভাষার মধ্যে এখন রূপকথা নেই, সোনার মোহর নেই, রাজ্যপাট নেই
মানুষের ভাষার মধ্যে এখন রাজকন্যা রাজপুত্র সোনারকাঠি রূপারকাঠি নেই
মানুষের ভাষার মধ্যে এখন উদ্ভিন্ন যৌবনের জন্যে রমণশীলতা নেই
মানুষের ভাষার মধ্যে কেবল দরদস্তুর হিসাবনিকাশ মজুরী ও ভাড়া।

ইতিহাসের এই নাগরিক সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বিচার নিয়ে
উদগ্রীব নয় আমার কবিতা
কিন্তু হে শিল্পের সুন্দর আমার কবিতার মধ্যেও তো
ক্ষুধা অন্ত্র ও যকৃতের বাচনভঙ্গিমা আছে
আছে আমার ভাষার মধ্যে দরদস্তুর, আছে মজুরী ও মেহনতের হিসাব
আছে একশহর-বৃষ্টি–মাথায় অপেক্ষমান যৌবনের প্রতি নির্বিকার উপেক্ষা।

তবেকি আমিও দরেদস্তুরে মিললোনা বলে
অলাভজনক ভাড়া খাটবার অনিচ্ছায়
বিপদজনক ঝড়তুফানের মধ্যে পণ্যবহুল শহরের মোড়ে
তোমাকে ফেলে এসেছি ?
কারণ আমি এখন একজন রিক্সাওয়ালা—আদতেই একজন রিক্সাওয়ালা
স্রেফ মেহনত ও মজুরীর ভাষায় শিল্পের সংগে আমার
নিরুত্তাপ দর কষাকষি চলছে।

তবে কি আসলেই সুন্দরের নিজস্ব ভিন্ন গন্তব্য আছে ?
আছে দেশকালপাত্রনির্দিষ্ট স্থিতি ও পরিস্থিতি ?
আর আছে তার প্রতি ইতিহাসের বিশেষ সন্ধিক্ষণে
মেহনতজীবি শিল্পকলার উদাসীন উপেক্ষা ?
শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন রূপকথা নেই, রাজকন্যা নেই, রাজ্যপাট নেই
শিল্পের ভাষার মধ্যে এখন দরদস্তুর
হিসাবনিকাশ
মজুরী
ও ভাড়া।

আবু তাহেরের কাঠের ক্রাচ

তোমরা পুরোটা জানো। কিন্তু তোমরা জেনেও আঙুলে
ঠোঁটি বন্ধ করে রাখো, রাখো বন্ধ থুতনীর নড়া
দেশের সমস্ত লোকে রাতারাতি জ্ঞানপাপী হ'লে
দেশ রসাতলে যায় ঠিক কিন্তু রইবে অন্যেরা:

ধরো সূর্যোদয়—সেতো আজো যথারীতি উঠে আসে
সে কিন্তু দেখেছে সবি: ফাঁসী রজ্জু হত্যা ও খুন,
একটি কাঠের ক্রাচ কারাগারে দেয়ালের পাশে
বৃক্ষ হয়ে জেগে আছে, সেখানে লেগেছে ফাল্গুন
বিদ্রোহের উত্থানের বিপ্লবের নিবিড় শিল্পের—
অভ্যুদয় ফোটে কাঠে অজানা তা নেই সূর্য্যের।

ঠোঁটি বন্ধ তোমাদের। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক
তোমাদের মূর্খ দেশে বড়োসড়ো রাজা হয়ে বসে,
দেশ বন্দী কারাগারে, পথে ঘোরে নিষ্ঠুর ঘাতক
জমেছে চমৎকার কানামাছি খেলা বাংলাদেশ।

বৈশাখের মেঘ

এতদূর থেকে আমি তোমাদের মুখভঙ্গিমার
বুঝিনা কি অর্থ আছে, লোকে বলে অই যায় মেঘ,
অই যায় ঐরাবত, অই যায় ভেজা প্রতিমার
অস্থির ভাস্কর্যকর্ম, অই যায় বিষণ্ণ বোশেখ.....

যতো ব্যর্থতার কথা বন্ধুকেও মানুষ বলেনা
তারো বেশী পরাজয়ে নত হয়ে আসে কালো মুখ,
ঝড় হয়ে নেমে আসো অতো ক্রোধ ফালুরি থাকেনা
ভেঙে চুরমার করো রোষেমেঘে হও দৃশ্যমুক—
যাও অট্টালিকা যাও রাজপথ যাও ভগ্ন নিঅনবাতিরে
লেহাও উদ্দাম করে প্রকৃতির উপদংশতারে।

দাও হবে আমাকেও সেই ক্রোধ হে কালবৈশাখ
মৃত্যুর বিরুদ্ধে ঘৃণা, দাও ধ্বংস তীব্র উত্থানের
প্রসো হৌষ আক্রমণ, কমরেড, দাও দুর্বিপাক
শত্রুর শিবিরে দুর্গে, — দাও হিংসা গভীর শিরের।

যদি পারো।

যদি পারো
সাঁজোয়াবাহিনীর কুচকাওয়াজকে বদলে কেল বিবাহযাত্রার মিছিলে
বিউগিল হোক সানাই, বারুদ হর্ষোৎফুল্ল বাজী

যদি পারো
বোমারুবিমানগুলো থেকে অবিরাম বর্ষণ কর গোলাপ ও রজনীগন্ধা
পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শস্যের বীজ

যদি পারো
বিদেশী দূতাবাসগুলো বন্ধ করে দাও
সেখানে বসুক শিশুদের ইস্কুল
যারা একরত্তি কূটনীতি বোঝেনা

যদি পারো
বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো হোক সাংস্কৃতিক ক্লাব
মফস্বলের তরুণরা যার প্রধান উদ্যোক্তা
আর তাদের বাৎসরিক মুনাফারিপোর্টের কভার পাবেই দাও
সেগুলো হোক অপ্রাপ্তবয়স্ক কবিতার
সিটল ম্যাগাজিন

ভেবে দেখ
হ্যাঁ, আমি তোমাকে সত্যিসত্যিই ভেবে দেখতে বলছি
এসব আদপেই সম্ভব কিনা

যদি সম্ভব না হয়
তবে আমাকে উত্যক্ত কোরোনা

আমি জানি
অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রই হচ্ছে মোক্ষম উত্তর
কুচকাওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের মিছিল
কূটনীতির বিরুদ্ধে
সংঘবদ্ধ তৎপরতাই একমাত্র প্রতিরোধ
মুনাফাবাজ কর্পোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে
দেশে দেশে শ্রমিকদের লড়াই

তোমার গালগল্প উথালপাথাল রঙিন চিন্তাভাবনা ক্ষান্ত দাও
এসো
আমরা ঐক্যবদ্ধ হই

সাধারণের বোধগম্য কবিতা

তোমরা আমাকে সাধারণ মানুষের কথা বলতে বলছ
অর্থাৎ বলছ আমি যে-ভাষায় লিখি
তা সাধারণের বোধগম্য নয়
যেমন , ' কিংকর্তব্যবিমূঢ় '
— তোমরা এ শব্দের মানে বোঝোনা
' কিংকর্তব্যবিমূঢ় ' তোমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রাখে
অবশ্য ভাণ আছে তোমাদের
ভণিতা আছে—

মনে মনে আওড়াতে থাকো
কি ং ক র্ত ব্য বি মূ ঢ়
বি মূ ঢ় কি ং ক র্ত ব্য
ক র্ত ব্য বি মূ ঢ় কি ং
তারপর একসময় চোখ উল্টিয়ে বল
' না নেই
এ শব্দটি আমরা ব্যবহার করিনা '

সাধারণের কথা থাকুক
এসো তোমাদের সংগে ফয়সলা হোক আগে
যে শব্দ তোমরা ব্যবহার করনা
তা তোমাদের কাছে দুর্বোধ্য
কিন্তু শব্দ তো টুথব্রাশ নয় যে
সকালে দাঁত ব্রাশ করতে হবে
কিম্বা প্রাতঃকালীন বাহ্যক্রিয়াও নয়

তোমরা তোমাদের মেয়েমানুষদের
স্ত্রী-জাতীয় গার্হস্থ্য পশুর মতো যেভাবে ব্যবহার কর
শব্দ সে ধরণের স্ত্রীলিংগ নয়
এবং ভাগ্যিস
শব্দ জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়িও নয়
নইলে কবিদের লিখতে হত—
'ছেলে হোক মেয়ে হোক
দুটি সন্তানই যথেষ্ট'

আসলে তোমরা যা বোঝ তা হচ্ছে ব্যবহারযোগ্যতা
ব্যবহারযোগ্যতাই তোমাদের জগত
এর বাইরে তোমরা
কি ং ক র্ত ব্য বি মূ ঢ়

কবিতাকে তোমরা আন্ডারওয়্যার বানাতে চাও
কবিতাকে তোমরা লিপস্টিক বানাতে চাও
কবিতাকে তোমরা রিকণ্ডিশনড্ গাড়ী বানাতে চাও
কবিতাকে তোমরা রুনা লায়লা বানাতে চাও
এবং
আজকাল
বাংলাদেশ (অর্থাৎ বৃটিশ) টোব্যাকো কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারে
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী কবিদের
কবিতাও ছাপছ
বোধহয়
বিদেশে বিক্রয়যোগ্য কবি ও কবিতাগুলোর জন্যে
এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন স্থাপনের
পরিকল্পনাও আছে তোমাদের

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোয়
কবিতা রপ্তানীর শাখা একটা আছে নিশ্চয়ই
ব্যবহারযোগ্যতা
ব্যবহারযোগ্যতা
ব্যবহারযোগ্যতাই তোমাদের জগত
এর বাইরে তোমরা
কি ং ক র্ত ব্য বি মূ ঢ়

তোমাদের কবিদের খতিয়ান নাও একবার
দেখবে কবিতার গুণে নয়
ক্ষমতা ও দাপটের ব্যবহারযোগ্যতায় সবাই
মস্তো মস্তো কবি
আমি একজন সরকারী আমলাকে জানি
সরকারী আমলা বলে তার কবিতা নকশা করে ছাপা হয়
আমি একজন পুলিশ অফিসারকে জানি
পুলিশ অফিসার বলে তার যাবতীয় অখাদ্য
কবিতা নামে ছাপা হয়
আমি একজন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে চিনি
দৈনিক পত্রিকা গুলো যার অস্ত্রের জোরে
সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠেছে

এবং
কবিতার জন্যে সে কী সৌভাগ্য
কবিতা এখন দৈনিক পত্রিকার
প্রথম পাতায় শোভা পায়

অথচ দেখো
কবিতার খোদ দায়িত্ব হচ্ছে
আমাদের সকল ব্যবহৃত সম্পর্কগুলো অতিক্রম করে যাওয়া

কবিতা ভেংগে ফেলতে চায় সবকিছু
যা কিছু উদীয়মান তাকে পথ করে দেয় কবিতা
কবিতা ক্রমাগত নিজের অবস্থা পাল্টে নেয়
অন্য সবকিছুর অবস্থান পাল্টে দেবার জন্যে

কবিতা ব্যবহৃত হয়না
বরং
প্রতিটি বস্তুর ব্যবহারবিধি
নতুন করে শিখিয়ে দেয় কবিতা
হ্যাঁ
বলা যায়
কবিতা ও বিপ্লব সমার্থক শব্দ

তো ফের সাধারণ মানুষের কথা এসে গেল
বিপ্লব তো সাধারণ মানুষদের জন্যে
সাধারণ মানুষ
অর্থাৎ মাসে তিরিশ দিনের মধ্যে
উনত্রিশ দিন তেইশ ঘন্টা উনষাট মিনিট যে অভুক্ত থাকে
সাধারণ মানুষ
অর্থাৎ ক্ষুধা অপুষ্টি ও অনাহারে
যার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে
সাধারণ মানুষ
অর্থাৎ যার এখন এক বাসন ভাত দরকার
না
কবি তাদের নিয়ে মশ্‌করা করেনা
কবিতা সাধারণ মানুষদের জন্যে নয় ।

কবিতা আসলে তোমাদের জন্যেই
তোমাদের যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা
তা আসলে কবিতার দুর্বোধ্যতা নয়
তোমরা জান
কবি আসলে সাধারণ মানুষের জন্যে লেখেনা
বরং
তাদের পক্ষ হয়ে
তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে

এবং
কবি যখন বলে
তারা আসছে
পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে লাখে লাখে
তোমাদের এতদিনকার
বদমায়েশী
হারামীপনা
ভণ্ডামীর
শোধ তোলার জন্যে
বছরের পর বছর
যুগের পর যুগ
অভুক্ত
অনাহারী
উলংগ
বসতহীন
রোঁয়া-ওঠা নেড়ী কুত্তার মত জীবনের
প্রতিশোধ নেবার জন্যে
তোমরা ভাবো
এইসব ভাষা দুর্বোধ্য
এইসব স্পষ্টবাক কবিতায় তোমরা ভীষণ
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়

না
আমি সাধারণ মানুষদের জন্যে লিখিনা
আমি ওদের হয়ে লড়াই করি
আমি ওদের সংগে যে ভাষায়
সম্পর্ক স্থাপন করি
তা তারা চমৎকার বোঝে।

কারণ
তারা জানে
যখন তারা উঠে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে
তখন
কসম কবিতার
আমি তাদের সংগে কবিতা নিয়ে নয়
কাঁধে সাব-মেশিনগান নিয়ে থাকব।

অশোকতরুর ক্রোধ

উপড়ে ফেলেছ মূলসহ পুরো বৃক্ষ
বর্বরতাকে ঠেকাই সাধ্য নেই
এ মাটি কিন্তু তবু মাটি থেকে যাবে
বীজবপনের ঋতু ফের আসবেই।

আমি আমাকেই অশোকতরুর মতো
পুঁতে দিয়ে বলি, "জেগে ওঠো মহাকাল
উত্থিত হও ভবিষ্যতের বীজ
বর্ণে বর্ণে ভরে তোল ইহকাল"।

দৃষ্টি হানলে দেখবে অশোক গাছে
লালঝুঁটি এক জেদী মোরগের ছবি
যতো ক্রোধ সব আক্রোশে ফুটে আছে
বুঝবে এসব আমারি প্রতিচ্ছবি।

এই অসহায় ক্রোধ ছাড়া আপাততঃ
বর্বরতাকে ঠেকাই সাধ্য নেই
এ মাটি কিন্তু তবু মাটি থেকে যাবে
বীজবপনের ঋতু ফের আসবেই।

গেরিলা

গেরিলা শব্দটির অর্থ হতে পারে পাতার মর্মর
আভিধানিক অর্থে নৈঃশব্দ
অর্থাৎ নেই—কিন্তু আছে
দৃশ্যতঃ সে অনুপস্থিত
তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়না
অথচ স্পষ্ট যে বিরাজমান পরিপ্রেক্ষিতের দেয়ালে
হেলান দিয়ে সে দণ্ডায়মান

তার ছায়া এসে পড়ছে
সামরিক ছাউনিগুলোর উপর
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে
মন্ত্রী ও আমলাদের কক্ষে
সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংয়ের ছাদে
পত পত শব্দে সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উড়িয়ে
চলে যাচ্ছে কূটনৈতিক গাড়ী
সেই উড্ডীয়মান শব্দের অন্তরালে ওৎ পেতে থাকে
একজন সার্বক্ষণিক গেরিলা
বিদেশী অনুপ্রবেশের প্রতিটি পদক্ষেপ
নজর রাখতে হয় তার
অথচ কেউ তাকে দেখেনা
কাক-পক্ষীও না
গেরিলা শব্দটির অর্থ হতে পারে অদৃশ্য মর্মর
শব্দার্থ করলে দাঁড়ায়
সতর্ক নৈঃশব্দ

গেরিলাদের ভাষা হচ্ছে ইস্পাত ও বারুদের
মূলতঃ এ হচ্ছে বোবাদের ভাষা
যাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তোমরা সশস্ত্র থাবায়
খামোশ করে রেখেছো
যাদের জিহ্বা কেটে ফেলেছ তোমরা বেয়নেটে
যাদের গলার ওপর চেপে ধরে রেখেছ বুট
দশকোটি মানুষের সেই চাপা আর্তনাদ
নিরবে সহিংস বিস্ফোরণের ভাষায়
একদিন ফেটে পড়বে।

অর্থাৎ
গেরিলা শব্দটির আরেকটি মানে দাঁড়ায়
সহিংস শব্দহীনতা

কারণ
প্রতিটি বিস্ফোরণ
হিমশীতল পরিপ্রেক্ষিতের ঠাণ্ডা আর্তনাদকে
স্মরণ করিয়ে দেবে

যা আমাদের তিলে তিলে হত্যা করছে
যা আমাদের তিলে তিলে হত্যা করছে
যা আমাদের তিলে তিলে হত্যা করছে

কর্তৃত্ব গ্রহণ কর, নারী

আমি তোমার সামনে আবার নতজানু হয়েছি, নারী
না, প্রেমে নয়, আশ্লেষে নয়,
ক্ষমা চেয়ে
তোমার দয়া দিয়ে আমার হৃদয় ধুয়ে দেবার প্রার্থনায়
আমার ভেতর যে পুরুষ তাকে আমি চাবুক মেরে শাসন করেছি
তাকে হাঁটু মুড়ে বসতে বলেছি তোমার সামনে
আমি ক্ষমা চাই, ক্ষমা করে দাও
শুধু আমাকে নয়
সমস্ত পুরুষকে তুমি ক্ষমা কর
আমি আজ সমস্ত পুরুষের হয়ে তোমার ক্ষমাপ্রার্থী

পুরুষ তোমার সামনে আবার
নতজানু হয়েছে নারী
তাকে ক্ষমা করে দাও।

গৃহপালিত পশুর মতো তোমাকে ব্যবহার করেছে পুরুষ
আঁশমাড়াইয়ের কারখানার মতো তোমার জানু চেপে
তারা উৎপাদন করেছে সন্তান
টেলিভিশন বাক্সের মতো তোমার ভেতর তারা ঠেসে দিয়েছে
তাদের জগত
নীলাভ শিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে তুমি তা প্রতিদিন
প্রচার করে যাচ্ছ—
ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মতো অপ্রাণীবাচক তোমার অস্তিত্ব
প্লাস্টিকের পুতুলের মতো প্রাণহীন

তোমার নাম হতে পারত কাঠকয়লা
তোমার নাম হতে পারত হাতুড়ি
তোমার নাম হতে পারত সেলোইকল
তোমার নাম হতে পারত মাদীকুকুর
নরবানরেরা ঠাট্টা করে তোমার নাম রেখেছে নারী
এইসব জেনে তোমার সামনে আমি
নতমুখে এসে দাঁড়িয়েছি, নারী
আমি পুরুষ
আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতিদিন কেউ-না-কেউ স্বামী তার স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা করে
প্রতিদিন কেউ-না-কেউ পশুস্বভাবী কামুক
তোমার মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে
প্রতিদিন ১১বছর বয়েসী বালিকাকে
ধর্ষণ করে ১১জন পুরুষ
কেনাবেচা চলছে তোমাকে নিয়ে
যেন তুমি শাকশব্জি
আলুপটল
খাসীর মাংস
তোমার স্তন তারা মাপছে ফিতে দিয়ে
তোমার কোমর তারা মাপছে ফিতে দিয়ে
তোমার উরু তারা মাপছে ফিতে দিয়ে
দাঁড়ীপাল্লা ঝুলিয়ে ওজন করছে তোমাকে
তোমার দাঁত চুল নখ পরখ করে সাব্যস্ত করছে
তোমার মূল্য

তোমার নাম হতে পারত মোগলাই পরোটা
তোমার নাম হতে পারত জাপানী হোণ্ডা
তোমার নাম হতে পারত ডানহিল সিগারেট
তোমার নাম হতে পারত পুষিবিড়াল
অর্ধসভ্য মানুষ তোমার নাম রেখেছে অর্ধাঙ্গিনী

এইসব জেনে তোমার সামনে আমি
নতমুখে এসে দাঁড়িয়েছি, নারী
আমি পুরুষ
আমাকে ক্ষমা কর।

তুমি প্রজননযন্ত্র তাই তোমার নাম জননী
তুমি রমণযোগ্য তাই তোমার নাম রমণী
ঘোড়াশালে ঘোড়া হাতিশালে হাতির মতো মহলে মহলে থাকো
তাই তোমার নাম মহিলা
গৃহে গৃহে আসবাবপত্রের মত শোভা পাও
তাই তোমার নাম গৃহিণী
আমি পুরুষ শব্দের সমান অর্থবহ উচ্চারণে
তোমার নামকরণ করতে চাই, নারী
কিন্তু পারিনা
অক্ষম লজ্জায় আমি তোমার সামনে
অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছি
আমি পুরুষ
আমাকে ক্ষমা কর।

আজ আমি তোমাকে বলতে এসেছি
পুরুষ শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্তৃত্ব
এবং তোমার কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সময় হয়েছে, নারী
পুরুষকে গ্রহণ কর।